২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০২৬

◆ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◆ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সার্বিক তত্ত্বাবধান : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১১ চৈত্র ১৪৩২
২৫ মার্চ ২০২৬

বাণী

আজ ভয়াল ২৫ মার্চ, গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনের কালরাতে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' অভিযানের নামে নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মুক্তিকামী দেশবাসীর উপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। মধ্যরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস ও তৎকালীন ইপিআর-এর অসংখ্য সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, অগণিত নিরপরাধ মানুষ গণহত্যার নির্মম শিকার হন। আজকের এই দিনে আমি সকল শহিদের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি, তাঁদের অসামান্য অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

২৫ মার্চ-আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে নৃশংস ও বেদনাবিধুর অধ্যায়। এই গণহত্যায় পুরো জাতি বাকরুদ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এসময় ২৫ মার্চের দিবাগত রাতে চট্টগ্রামের ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে গণহত্যার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং এর অব্যবহিত পর কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তদানীন্তন মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা- বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে, অসম সাহসী করে তুলে, সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও প্রাণ উৎসর্গ করতে উজ্জীবিত করে। শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র প্রতিরোধ ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস পর লাখ-লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় গৌরবময় বিজয়।

তরুণ প্রজন্মকে ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর বর্বরতা, অন্যদিকে জাতি হিসেবে আমাদের গৌরবগাথা ও বীরত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানতে হবে। হতে হবে অনুপ্রাণিত।

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বহুবছর পর বহুকাঙ্ক্ষিত ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। জনরায়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, মানবিক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ছিল একটি মানবিক, গণতান্ত্রিক ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা- যেখানে বৈষম্য, বঞ্চনা, দুঃশাসন, দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচার থাকবে না। আসুন, ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে আমরা শহিদদের এই চেতনা ও প্রত্যাশা পূরণে সমবেতভাবে কাজ করি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হই।

আমি ২৫ মার্চসহ দেশমাতৃকার সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১ চৈত্র ১৪৩২
২৫ মার্চ ২০২৬

বাণী

২৫ মার্চ ১৯৭১, গণহত্যা দিবস। 'গণহত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে আমি সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত ও নৃশংসতম গণহত্যার দিন। এ কালরাতে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নামে বাংলাদেশের নিরস্ত্র স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস গণহত্যা চালায়। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্সহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও নিরপরাধ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় এবং হত্যা করে।

২৫ মার্চের গণহত্যা ছিল একটি সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ। সুপরিকল্পিত এ হত্যাযজ্ঞ কেন প্রতিরোধ করা গেল না এ ব্যাপারে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃশ্যমান ভূমিকা এখনো ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। তবে ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে 'উই রিভোল্ট' বলে গণহত্যার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ করে গড়ে তুলে চট্টগ্রামের ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। গণহত্যা প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে যায় দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীনতার মূল্য ও তাৎপর্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হলে ২৫ মার্চের গণহত্যা দিবস সম্পর্কেও জানা জরুরি। আসুন, আমরা সবাই রাষ্ট্র ও সমাজে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা - সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার- প্রতিষ্ঠা করে শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করি। একটি ন্যায়ভিত্তিক উন্নত সমৃদ্ধ স্বনির্ভর গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি প্রার্থনা করি, তিনি যেন সকল শহিদের বিদেহী আত্মাকে মাগফিরাত দান করেন। আমি ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

তারেক রহমান

গণহত্যা থেকে মুক্তির শপথ- সামরিক সাহস, ছাত্রজনতার আত্মত্যাগ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

আহমেদ আযম খান

২৫ মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গভীর বেদনাবিধুর দিন। আবার একই সঙ্গে এটি বাঙালি জাতির অদম্য সাহস ও আত্মমর্যাদার স্মারক। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নিরস্ত্র বাঙালির উপর ইতিহাসের এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালায়। গণহত্যা দিবস আমাদের সেই ভয়াল কালরাত্রির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং একই সঙ্গে নতুন প্রত্যয়ে এগিয়ে যাওয়ার শক্তিও জোগায়। এবারের গণহত্যা দিবসের প্রতিপাদ্য- '২৫ মার্চ গণহত্যায় স্তব্ধ হয়নি জাতি- নবচেতনায় ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার দ্যুতি' বাঙালি জাতির অমিত সাহস ও আত্মত্যাগের এক গভীর ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল, তা ইতিহাসে পরিচিত Operation Searchlight নামে। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নির্মমভাবে দমন করা। সেই রাতে ঢাকার আকাশে গর্জে উঠেছিল ট্যাঙ্ক ও কামানের শব্দ। নিরস্ত্র ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ নাগরিকদের উপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। বিশেষ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- বাঙালি জাতিকে স্তব্ধ করা যায়নি। বরং সেই ভয়াবহ গণহত্যাই জাতিকে আরও দৃঢ় সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। ২৫ মার্চের অন্ধকার অতিক্রম করেই শুরু হয় আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—Bangladesh Liberation War.

তবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি; এটি সম্ভব হয়েছে সামরিক সাহস, ছাত্রসমাজের আত্মত্যাগ এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে।

২৫ মার্চের গণহত্যার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভেতরেও বাঙালি কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বহু বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈনিক উপলব্ধি করেন যে এই যুদ্ধ তাদের নিজের জাতির অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। সেই উপলব্ধি থেকেই পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান -এর ভূমিকা বিশেষভাবে আলোকোজ্জ্বল। ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর স্বাধীনতার মহান ঘোষণা 'আমি মেজর জিয়া বলছি, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি' এই ঘোষণা সারা দেশে প্রতিরোধ সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধকে নতুন উদ্দীপনায় এগিয়ে নিয়ে যায়। আমি তখন একজন ছাত্র রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সেই রক্তঝড়া আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম। ২৫ মার্চের গণহত্যার খবর আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সাধারণ মানুষের অসাধারণ সহায়তা ছাড়া কোনো যুদ্ধই সফল হতে পারে না। গ্রামবাংলার কৃষক, শ্রমিক, দোকানদার- সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য দিয়েছেন, তথ্য দিয়েছেন। অনেক সময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন।

ছাত্রসমাজ তখন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অগ্রণী শক্তিতে পরিণত হয়। অসংখ্য ছাত্র বই খাতা ছেড়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। তাদের সাহস ও উদ্দীপনা মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবলকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। অনেক গবেষক মনে করেন, এটি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যা।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সমর্থনের জন্য বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির আবেদন' শীর্ষক ঐতিহাসিক দলিলে বলা হয়েছিল-

'We are fighting not only for our freedom and independence but also for our very survival, and we ask for your help in our struggle for our independence.'

সেই দলিলে আরও বলা হয়েছিল-

'For the last 12 years, the military and their supporters have suppressed by their force, banned our political parties and put our leaders behind bars.'

এবং সেখানে একটি ঐতিহাসিক মন্তব্য করা হয়েছিল-

'If blood is the price of freedom, then Bangladesh has overpaid.'

এই দলিলটি সংরক্ষিত রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র গ্রন্থে, যা সম্পাদনা করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও বাংলাদেশের গণহত্যা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। ১৬ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ব্রিটিশ সাময়িকী New Statesman-এ প্রকাশিত 'Blood of Bangla Desh' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল-

'If blood is the price of a people's right to independence, Bangla Desh has overpaid.'

পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর ব্রিটিশ পত্রিকা The Times-এর এক সাংবাদিক লিখেছিলেন-

'If blood is the price of independence, then Bangladesh has paid the highest price in history.'

অর্থাৎ স্বাধীনতা যদি রক্তের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়, তবে বাংলাদেশ ইতিহাসের সর্বোচ্চ মূল্য পরিশোধ করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল সত্যিকার অর্থেই একটি সর্বজনীন যুদ্ধ। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সামরিক ও বেসামরিক মানুষ- ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন জাতিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, সামরিক সাহস এবং ছাত্রজনতার আত্মত্যাগ বিজয় অর্জনের পথ সুগম করে।

আজ স্বাধীনতার পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পরে আমরা যখন ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন করি, তখন শুধু শোক নয়- নতুন অঙ্গীকারের শক্তিও অনুভব করি। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই ভয়াল গণহত্যা বাঙালি জাতিকে স্তব্ধ করতে পারেনি; বরং সেই নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়েই জাতি নতুন চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যায়।

গণহত্যা দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়া সকল বীর সন্তানকে। আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ গৌরব ও অহংকার ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। চরম আত্মত্যাগমাখা এই যুদ্ধ ছিল মুক্তিপাগল

দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা-সৈনিকসহ আপামর জনসাধারণের এক অবিস্মরণীয় চেতনাদীপ্ত সংগ্রাম।

মহান এই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জনগণকে দিতে হয়েছে অমূল্য জীবন এবং শিকার হতে হয়েছে ইতিহাসের ভয়াবহতম গণহত্যার। আজকের দিনে গণহত্যার শিকার সকল শহিদের আত্মত্যাগের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাবান বাংলাদেশ গড়ার অভিযানে শামিল হওয়ার জন্য সকল দেশবাসীকে আহ্বান জানাই।

কারণ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়, এটি বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ, ছাত্রজনতা, সামরিক ও বেসামরিক সব মানুষের সম্মিলিত আত্মত্যাগের ফসল। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই মহান আত্মত্যাগের প্রতি যথাযথ সম্মান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে সমুন্নত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের মহান ঘোষক, রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বাংলাদেশের ৩ (তিন) বারের সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী, গণতন্ত্রের আজন্ম যোদ্ধা, গণতন্ত্রের মাতা, দেশের মহান অভিভাবক মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার সুযোগ্য সন্তান, বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নেতৃত্বদানকারী নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের যোগ্য নেতৃত্বে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আজ আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করতে চাই-

'২৫ মার্চ কালরাত্রি, শোকাহত বাঙালি জাতি উজ্জীবিত নতুন প্রত্যয়ে। ❑

লেখক: মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ডিএফপি নং- ৪/২৫.০৩.২০২৬

আয়তন: ২০ x ১ x ৮ = ১৬০